

পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental Conservation)

NSS (GENERAL)

SEM-IV , DSC-4

পরিবেশ-বোধ অনুসারে সংরক্ষণ বা কনজারভেশান কথার অর্থ পরিবেশকে সুরক্ষিত করা এবং এর স্বাস্থ্য বা গুণমান বজায় রাখা। 'বিশ্ব সংরক্ষণ কৌশল' (১৯৮০) অনুসারে রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধন উন্নয়ন পরিবেশের ধনাত্মক সংরক্ষণ, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা পরিবেশের সচেতন পরিচালনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যিক।

সংরক্ষণের প্রকারভেদ :-

মানব জীবনের গুণমানের উৎকর্ষ সাধন এবং প্রয়োজনীয়তা পরিতৃপ্তির জন্য যে পদ্ধতিতে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ (সজীব এবং অসজীব) সচেতন পরিচালন সম্ভব তাকে সংরক্ষণ বলা হয়। সংরক্ষণ মূলত দুধরণের - ভৌত সংরক্ষণ এবং জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ।

ভৌত সংরক্ষণ :-

অসজীব নিঃশেষযোগ্য সম্পদসমূহ যথা পরিবেশের ভৌত উপাদান (যেমন ভূ-গর্ভস্থ জল, শীর্ষ মৃত্তিকা ইত্যাদি), খনিজ মৌল (যেমন সোনা, রূপা, তামা, সীসা, হীরা, সালফার ইত্যাদি), জীবাশ্ম খনিজ জ্বালানী (যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) ইত্যাদির পরিচালনকে ভৌত সংরক্ষণ বলা হয়।

জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ :-

বিভিন্ন জীব বা জীব প্রজাতির বর্তমান জনসংখ্যা এবং বৈচিত্রের পরিচালনকে জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ বলা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য :-

পরিবেশ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের যথাযথ ব্যবহার, সুরক্ষা এবং পরিচালন। পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ বিচক্ষণতার

সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত থাকে ।

বাস্তুবিজ্ঞানী ‘ওডাম’ (Odum) এর ধারণা অনুযায়ী একজন সংরক্ষণবিদের দুটি প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা উচিত - ১) সৌন্দর্যমূলক , বিনোদনমূলক এবং অর্থনৈতিক মূল্য আছে এমন উৎকর্ষ সমন্বিত প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত করা ; এবং ২) সম্পদ সমূহের নবীকরণ এবং উৎপাদন চক্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে অত্যাৱশ্যকীয় উদ্ভিদ , প্রাণী এবং বস্তুৱ উৎপাদনশীলতা দীর্ঘতর করা ।

Reference:

ডঃ গৌতম পাল : পরিবেশ ও দূষণ